[২০১৯] ২ এস. সি. আর. ২৩৯

গিরিরাজ গার্গের

বনাম

ভি. কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যানান

(২০১৯ সালের ১৬৯৫ নং দেওয়ানি আপিল)

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

[উদয় উমেশ ললিত এবং ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতিদ্বয়]

সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬: ধারা ৭ (৫)-সালিসি ধারা-রেফারেন্সের মাধ্যমে সংযোজন-বিক্রয় আদেশ সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের প্রকল্পের ধারা ১১.১২ অনুসারে সালিসি নিয়োগ করতে উত্তরদাতার ব্যর্থতা-আবেদনকারীর দ্বারা স্বাধীন সালিসি নিয়োগের আবেদন-হাইকোর্টের একক বিচারকের দ্বারা প্রত্যাখ্যান যে ২০০৭ সালের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সালিসি ধারাটি পক্ষগুলির মধ্যে প্রবেশ করা বিক্রয় আদেশের প্রতিটি অংশে রেফারেন্সের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না-

আপিলে বলা হয়েছেঃ সালিসি চুক্তিটি মূল চুক্তির একটি ধারা আকারে হতে হবে না-এটি একটি স্বাধীন চুক্তি হতে পারে; অথবা এটি একটি আদর্শ চুক্তি থেকে রেফারেন্সের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, অথবা একটি মানক ফর্ম চুক্তির রেফারেন্সের মাধ্যমে-তথ্যের ভিত্তিতে, ২০০৭ সালের স্কিমের সালিসি ধারা ১১.১২ সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা আদেশের অধীনে রয়েছে-কারণ, একক বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে যে ২০০৭ সালের আইডির মাধ্যমে জারি করা সমস্ত লেনদেন প্রযোজ্য হবে, যার মধ্যে বিক্রয় সম্পর্কিত সমস্ত লেনদেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ ,

১.১। অন্য নথি বা চুক্তি থেকে সালিশ ধারার রেফারেন্সের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির নীতি সালিশ আইনশাস্ত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি এবং সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ আইনের ৭ ধারার উপ-ধারা (৫)-এ সংবিধিবদ্ধ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ধারা ৭ (৫)-এ বলা হয়েছে যে সালিশ ধারা সম্বলিত কোনও নথির চুক্তিতে রেফারেন্স একটি বৈধ সালিশ চুক্তি গঠন করে, যদি চুক্তিটি লিখিত হয় এবং চুক্তির অংশ হিসাবে সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে রেফারেন্স তৈরি করা হয়।

সালিসি চুক্তি অপরিহার্যভাবে মূল চুক্তির একটি ধারা আকারে হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি একটি স্বাধীন চুক্তি হতে পারে; অথবা এটি মূল চুক্তি থেকে রেফারেন্স দ্বারা বা একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম চুক্তির রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১.২। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, একক বিচারক বিতর্কিত আদেশে ভুলভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা নং ২-কয়লা সংস্থা এবং আপিলকারী দ্বারা প্রবেশ করা পৃথক বিক্রয় আদেশে সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত হবে না। পৃথক বিক্রয় আদেশগুলি ২০০৭ সালের প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে। বিক্রয় আদেশগুলিতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে সেগুলি কয়লা সংস্থা দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ, প্রাসঙ্গিক আইন ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হবে। ফলস্বরূপ, ২০০৭ সালের পরিকল্পনার সালিশ ধারা (জেড. ই. ধারা ১১.১২) এর অধীনে জারি করা বিক্রয় আদেশগুলিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিক্রয় আদেশের ৭ নং ধারাটি 'একক চুক্তি মামলার' অধীনে পড়ে যেখানে সালিশ ধারাটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নথিতে রয়েছে অর্থাৎ ২০০৭ স্কিম, যার প্রতি উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা জারি করা পৃথক বিক্রয় আদেশে একটি রেফারেন্স রয়েছে।

১.৩। ২০০৭ সালের পরিকল্পনার ১১.১২ ধারায় ব্যবহৃত "এর সাথে সম্পর্কিত" শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে ২০০৭ সালের পরিকল্পনার অধীনে সংঘটিত সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ধারাটি প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে বিক্রয় লেনদেন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একক বিচারকের নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি ভুল, এবং সেট-সাইড।

১.৪। পক্ষগুলি ২০০৭ সালের প্রকল্পের অধীনে আপিলকারী এবং ২ নং উত্তরদাতার মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার বিচারের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে একমাত্র সালিসকারী হিসাবে নিয়োগ করতে সম্মত হয়েছে। তাঁর নিয়োগ সালিস ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (২০১৫ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সংশোধিত)-এর ষষ্ঠ তফসিল অনুসারে প্রকাশ এবং ঘোষণার সাপেক্ষে হবে।

আলিমেন্টা এসএ বনাম ন্যাশনাল এগ্রিকালচার কো-অপ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (১৯৮৭) ১ এসসিসি ৬১৫: [১৯৮৭] ১ এসসিআর ৯৫৭; এমআর ইঞ্জিনিয়ার্স এবংকন্ট্রাক্টরস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সোম দত্ত বিল্ডার্স লিমিটেড (২০০৯) ৭ এসসিসি ৬৯৬: [২০০৯] ১০ আরটি

এস. সি. আর. ৩৭৩; [নক্স উইন্ড লিমিটেড বনাম থার্মোকেবলস লিমিটেড (২ ২ এস. সি. সি. ৫১৯: [২০১৮] ১ এস. সি. আর. ৮৬; রেনুসাগর পাওয়ার লিমিটেড বনাম জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি এবং এ. এন. আর. (১৯৮৫) ৪৩২; ডয়প্যাক সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ওরস।১৯৮৮ (৩৬) ই. এল. টি. ২০১ (এস. সি)-উল্লিখিত। ০১৮) কো. ১ এস. সি. আর এবং ক্লিমেন্টস বনাম ডেভন কান্ট্রি ইন্স্যুরেন্স কমিটি, [১৯১৮] ১ কেবি ৯৪; ম্যাকলিয়ড রস এবংকোং লিমিটেড বনাম সেন্ট গলের কম্প্যাগ্নি ডি 'অ্যাসুরেন্সস জেনারেলস এল' হেলভেটিয়া, [১৯৫২] ১ সমস্ত ইআর ৩৩১,৩৩৪: [১৯৫২] ১ লয়েডের প্রতিনিধি ১২ (সিএ); সি ট্রেড মেরিটাইম কর্পোরেশন বনাম হেলেনিক মিউচুয়াল ওয়ার রিস্ক অ্যাসোসিয়েশন (বারমুডা) লিমিটেড, দ্য এথেনা ১২০০৬] ইডব্লিউএইচসি ২৫৩০ (কম); হাবাস সিনাই ভে টিব্বি গাজলার ১ম [স্টিসাল এন্ডাস্ট্রি এএস বনাম সামটাল এসএএল [২০১০ ইডব্লিউএইচসি ২৯ (কম); এসইএ২০/১ ইনকর্পোরেটেড বনাম আইসিটি লিমিটেড [২০১৮] ইডব্লিউএইচসি ৫২০ (কম)-উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ পিটার বাইন্ডার, ২০১০, সুইট এবংম্যাক্সওয়েল পৃষ্ঠা ৮৬, অনুচ্ছেদ ; রাসেল ২৪ "সংস্করণ ২০১৫, সুইট এবংম্যাক্সওয়েল পৃষ্ঠা. , অনুচ্ছেদ ; পৃ. ৮২, অনুচ্ছেদ -উল্লিখিত।

মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৮৭]১ এসসিআর ৯৫৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.৮
[২০০৯] ১০ এসসিআর ৩৭৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.৯
[২০১৮] ১ এসসিআর ৮৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.১০
[১৯৮৫] ১ এসসিআর ৪৩২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.১
১৯৮৮ (৩৬) ইএলটি ২০১ (এসসি)	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.১

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানি আপিল নং◌ঃ ২০১৯ এর ১৬৯৫

হাই কোর্ট-এর ২১/১৮.০৫.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে ২০১৬ সালের সালিশি আবেদন নং ১১-এ রাঁচিতে ঝাড়খণ্ডের আদালত

ডঃ কেদার নাথ ত্রিপাঠী, বি বি প্রধান, সুশান্ত কে. মুদুতি, এম এ আলিম মজিদ, আইনজীবী. আপিলকারীর জন্য।

অনুপম লাল দাস, অনিরুদ্ধ সিং, কৃশানু বড়ুয়া, আইনজীবী. জন্য উত্তরদাতারা

আদালতের রায় দ্বারা প্রদান করা হয়

ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতি দ্বারা; আদালতের রায় প্রদান করা হয় ।

অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

১। ২০১৬-র ১১ নম্বর সালিসি আবেদনে রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ একক বিচারপতির ২১/১ নম্বর তারিখের একটি আদেশ থেকে বর্তমান দেওয়ানি আপিল উত্থাপিত হয়েছে। আবেদনকারী আবেদনকারী এবং ২ নম্বর উত্তরদাতার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধের বিচারের জন্য একজন স্বাধীন সালিশকারী নিয়োগের জন্য সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (এরপরে "১৯৯৬ আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ১১ (৬) নং ধারা অনুসারে একটি আবেদন দায়ের করেছেন।

২. সংক্ষেপে বর্ণিত বর্তমান মামলার প্রকৃত ম্যাট্রিক্স নিম্নরূপঃ

আইনপ্রণেতা উত্তরদাতা নং ২; ২০০৭ সালের প্রকল্প জারি করেন, যার মাধ্যমে ই-নিলামের মাধ্যমে কয়লা বিতরণ করা হবে, যাতে ক্রেতাদের জন্য কয়লা সরবরাহ করা যায়, যারা উপলব্ধ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কয়লা উৎস করতে সক্ষম হননি। এই ব্যবস্থাটি সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতাদের একক-উইন্ডো পরিষেবার মাধ্যমে কয়লা কেনার সমান সুযোগ প্রদান করবে এবং একটি সহজ, স্বচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে কয়লা ক্রেতাদের সমস্ত বিভাগের জন্য অনলাইনে কয়লা বুক করার জন্য দেশব্যাপী প্রবেশাধিকারকে সহজতর করবে। ২০০৭ সালের স্কিমের ১১.১২ ধারায় একটি সালিশ ধারা রয়েছে যা নিম্নরূপ-

"১১.১২ কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে, দরদাতা ক্রেতাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কয়লা কোম্পানির মহাব্যবস্থাপকের (বিক্রয় ও বিপণন) কাছে লিখিতভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, যিনি এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব থেকে ১ মাসের মধ্যে এর সাথে মোকাবিলা করবেন। তারপরে, যদি প্রয়োজন হয় তবে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কয়লা কোম্পানির বিপণনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক দ্বারা নির্ধারিত হবে। এই ধারার যে কোনও ব্যাখ্যা সিআইএল দ্বারা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে হবে, যা দৃঢ় এবং চূড়ান্ত বলে মনে করা হবে। এই স্কিম থেকে বা যে কোনও আকারে সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ এই স্কিম থেকে উদ্ভূত হবে

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর শর্তাবলীতে সালিশের মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে মোকাবিলা করা হবে। সি. আই. এল দ্বারা অবহিত করার জন্য কলকাতায় সালিশ পরিচালনা করা হবে। এই বিষয়ে লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে সি. আই. এল-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সালিশকারীকে নিয়োগ করবেন। সালিশকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায় চূড়ান্ত এবং পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে। (সালিশের স্থান এবং সি. আই. এল-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সালিশকারীকে নিয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট কয়লা কোম্পানির পরিপ্রেক্ষিতে সালিসকারীর মনোনয়ন যথাযথভাবে পরিবর্তন করা হবে)।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২.২। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত, আবেদনকারী, ২০০৭ সালের প্রকল্পের শর্তাবলী অনুসারে নিবন্ধিত ক্রেতা হিসাবে, ২০০৭ সালের প্রকল্পের অধীনে জারি করা বেশ কয়েকটি বিক্রয় আদেশের জন্য কয়লা কেনার জন্য ই-নিলামে অংশ নিয়েছিলেন।

২.৩। বিভিন্ন কয়লার আদেশের ক্ষেত্রে আপিলকারীকে সফল ঘোষণা করা হয়। আপিলকারীর পক্ষে বিক্রয় আদেশ জারি করা হয়, যার অনুসরণে তিনি ২০০৭ সালের প্রকল্পের যথাক্রমে ২.৫ এবং ৫.২ ধারা অনুসারে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (এরপরে "ইডিএম" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং কয়লার মূল্য জমা করেন।

২.৪। ২০০৭ সালের প্রকল্পের ৭.২ ধারা অনুসারে, কয়লা উত্তোলনের জন্য সরবরাহ আদেশ জারি করার তারিখ থেকে আপিলকারীকে ৪৫ দিনের সময়কালের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিছু কারণে আপিলকারী বুক করা পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করতে অক্ষম ছিলেন।

২.৫। 'উত্তরদাতা নং। এটিকে ২০০৭ সালের পরিকল্পনার শর্তাবলীর লঙ্ঘন বলে মনে করেন এবং ২০০৭ সালের পরিকল্পনার ৯.২ ধারার অধীনে আপিলকারী কর্তৃক জমা করা ই. এম. ডি বাজেয়াপ্ত করেন।

২.৬। 'ফলস্বরূপ, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আপিলকারী ২০০৭ সালের স্কিমের অধীনে সালিশ ধারা ১১.১২ আহ্বান করে ২১.০৩.২০১৬ তারিখের একটি নোটিশ দিয়েছিলেন। ২০০৭ সালের স্কিমের ধারা ১১.১২ অনুসারে উত্তরদাতারা সালিশকারী নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

২.৭। "আবেদনকারীকে তাই একজন স্বাধীন সালিসকারী নিয়োগের জন্য রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে ১১ নং ধারা অনুযায়ী আবেদন করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

২.৮। বিদ্বান একক বিচারক ২১/১৮.০৫.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে ২০০৭ সালের প্রকল্পের অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে করা বিভিন্ন লেনদেনের সাথে বিরোধগুলি সম্পর্কিত। বিক্রয় আদেশগুলিতে সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি বলা হয়েছিল যে যদিও ২০০৭ সালের প্রকল্পে সালিশ ধারা রয়েছে, তবে পৃথক বিক্রয় আদেশগুলির মধ্যে কোনওটিই বিক্রয় আদেশের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালের প্রকল্পের শর্তাবলীর প্রয়োগযোগ্যতা উল্লেখ করে না। অতএব, সালিশ ধারাটি রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

৩. উপরোক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী বর্তমান আপিল দায়ের করেছেন। আমরা আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ডঃ কেদার নাথ ত্রিপাঠি, মিঃ বি. বি. প্রধান, মিঃ সুশান্ত কে. আর. মুদুতি এবং মিঃ এম. এ. আলিম মজিদ এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে মিঃ অনুপম লাল দাস, মিঃ অনিরুদ্ধ সিং এবং মিঃ কৃষ্ণনু বড়ুয়ার কথা শুনেছি এবং পি রেকর্ডে নথিগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৩.১। ২ নং উত্তরদাতার জারি করা বিক্রয় আদেশের একটি অনুলিপি আমাদের নজরে আনা হয়েছিল, যার শেষে স্ট্যান্ডার্ড শর্তাবলী রয়েছে। শর্তাবলীর ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে বিক্রয় আদেশগুলি। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ভারত কোকিং কোল লিমিটেড ইত্যাদি দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে।

নিচে রেডি রেফারেন্সের জন্য ৭ নম্বর ধারা-"৭, বিক্রয় আদেশটি নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত হবে-বিজ্ঞপ্তি অফিস আদেশ-বিজ্ঞপ্তি পি-নির্দেশাবলী, প্রাসঙ্গিক আইন ইত্যাদি, যা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ভারত কোকিং কোল লিমিটেড, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলি দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা হয়।

৪। এই আদালতের সামনে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হল সালিশ কিনা ২০০৭ স্কিম অন্তর্ভুক্ত ধারা, দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে প্রতিটি বিক্রয় আদেশে রেফারেন্স।

৪.১। অন্য কোনও নথি বা চুক্তি থেকে কোনও/সালিসি ধারার উল্লেখের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির নীতি সালিসি আইনশাস্ত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি।! এই নীতিটি ভারতের আদালতগুলি অনুসরণ করেছে এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ৭ ধারার ১ এন উপ-ধারা (৫)-কে সংবিধিবদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছে।

৪.২। ধারা ৭ (৫)-এ বলা হয়েছে যে সালিসি ধারা সম্বলিত কোনও টি নথির চুক্তিতে উল্লেখ একটি বৈধ সালিসি চুক্তি গঠন করে, যদি চুক্তিটি লিখিতভাবে হয় এবং চুক্তির অংশ হিসাবে সালিসি ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

৪.৩। সালিসি চুক্তি অপরিহার্যভাবে মূল চুক্তির একটি ধারার আকারে হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি একটি স্বাধীন চুক্তি হতে পারে; অথবা এটি একটি মূল চুক্তি থেকে রেফারেন্স দ্বারা বা একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম চুক্তির রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪.৪। ১৯৯৬ সালের আইনের একটি ধারা ৭ (৫), অযৌক্তিক মডেল আইনের অনুচ্ছেদ ৭ (২) [২] কে নিবিড়ভাবে প্রতিলিপি করে যেমনটি এটি (টি. এম. টি. এম. ২০০৬ সংশোধনীর আগে ছিল। ডঃ পিটার বাইন্ডার তাঁর "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন অযৌক্তিক মডেল ল জুরিস ডিকশনস" শীর্ষক মন্তব্যে অনুচ্ছেদ ৭ (২)-কে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাখ্যা করেছেনঃ

" (ঘ) একটি সালিশ ধারা ধারণকারী নথির রেফারেন্স।

ক্লিমেন্টস বনাম ডেভন কান্ট্রি ইন্স্যুরেন্স কমিটি, [১৯১৮] ১ কেবি ৯৪; ম্যাকলিয়ড রস এবংকোং লিমিটেড বনাম সেন্ট গলের কম্প্যাগ্নি ডি 'অ্যাসুরেন্সস জেনারেলস এল' হেলভেটিয়া, [১৯৫২] ১ সমস্ত ইআর ৩৩১,৩৩৪: [১৯৫২] ১ লয়েডের প্রতিনিধি ১২ (সিএ)।

ধারা ৭. সালিসি চুক্তির সংজ্ঞা এবং রূপ।-(১) 'সালিসি চুক্তি' হল পক্ষগুলির দ্বারা একটি চুক্তি যা একটি নির্দিষ্ট আইনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বা তাদের মধ্যে উদ্ভূত হতে পারে এমন সমস্ত বা নির্দিষ্ট বিরোধ সালিশের কাছে জমা দেওয়ার জন্য, তা চুক্তিভিত্তিক হোক বা না হোক। একটি সালিসি চুক্তি একটি চুক্তিতে সালিশ ধারার আকারে বা একটি পৃথক চুক্তির আকারে হতে পারে।

(২) সালিসি চুক্তি লিখিত হবে। একটি চুক্তি লিখিতভাবে হয় যদি এটি পক্ষগুলির স্বাক্ষরিত কোনও নথিতে বা চিঠি, টেলিগ্রাম, ১ টেলিগ্রাম বা টেলিযোগাযোগের অন্যান্য উপায়ে থাকে যা চুক্তির রেকর্ড সরবরাহ করে, বা দাবি ও প্রতিরক্ষার বিবৃতি বিনিময়ে যেখানে একটি চুক্তির অস্তিত্ব এক পক্ষের দ্বারা অভিযোগ করা হয় এবং অন্য পক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয় না। সালিসি ধারা সম্বলিত একটি নথিতে রেফারেন্স একটি সালিসি চুক্তি গঠন করে তবে শর্ত থাকে যে চুক্তিটি লিখিতভাবে হয় এবং রেফারেন্সটি এমন হয় যে সেই ধারাটিকে চুক্তির অংশ করে। ৩ ডাক্তার. পিটার বাইন্ডার, ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন এবংকনসিলিয়েশন ইন আনসিট্রাল মডেল ল জুরিসডিকশনস, (৩ এডন., ২০১০, সুইট এবংম্যাক্সওয়েল) পৃষ্ঠা ৮৬, অনুচ্ছেদ ২-০২২ ইএফ এফ

অনুচ্ছেদের তৃতীয় বাক্যটি এমন একটি চুক্তির সাথে সম্পর্কিত যেখানে সালিশ ধারা সম্বলিত একটি নথির উল্লেখ রয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে মূল চুক্তিটি "লিখিত" এবং "রেফারেন্সটি এমন যে সেই ধারাকে চুক্তির অংশ করে", সালিশ চুক্তিটি বৈধ। নিউইয়র্ক কনভেনশনের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে সমস্যা এবং আদালতের ভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ট্র্যাভাক্স ব্যাখ্যা করে যে এটি যথেষ্ট যদি রেফারেন্সটি _ কেবল ৪ সেন্ট ইংরেজি সালিসি আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৬ (২) ১৯৯৬ আইনের ধারা ৭ (৫)-এর সমতুল্য, এবং নিম্নরূপ পড়েঃ ইংরেজি সালিসিআইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৬(২) হল পারি উপাদান ১৯৯৬ আইনের ধারা ৭(৫), এবং নিম্নরূপ পড়া:
"৬. সালিসি চুক্তির সংজ্ঞা।
(১)...।
(২) একটি লিখিত চুক্তির রেফারেন্স আরবিট্রেশন ক্লজের ফর্ম বা একটি নথিতে একটি সালিসি ধারা ধারণকারী গঠিত একটি সালিসি চুক্তি যদি রেফারেন্স হয় যেমন সেই ধারাটিকে চুক্তির অংশ করা।"

কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশন, সাগরে বাণিজ্যিক আদালত ট্রেড মেরিটাইম কর্পোরেশন বনাম হেলেনিক পারস্পরিক যুদ্ধের ঝুঁকি অ্যাসোসিয়েশন (বারমুডা) লিমিটেড, দ্য এথেনা৪ অনুষ্ঠিত হয় যে একটি প্রমিত ফর্ম চুক্তি অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শব্দ ছিল একটি সালিসি ধারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট।

৪.৬। একটি সালিসি ধারা অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন সাধারণ রেফারেন্স দ্বারা একটি পূর্ববর্তী চুক্তি থেকে পরবর্তীতে চুক্তি, রানীর সামনে বিবেচনার জন্য এসেছিল হাবাস সিনাই ভে তিব্বী গজলার ইস্তিসালে [৪] বেঞ্চ ডিভিশন ইন্ডাস্ট্রি এ এস বনাম সোমেটাল এসএএল [৫]। এ ক্ষেত্রে আদালত অনুসরণ করেন সমুদ্র বাণিজ্য সামুদ্রিক ক্ষেত্রে রায় কর্পোরেশন (সুপ্রা), এবং যে একটি সাধারণ রেফারেন্স অনুষ্ঠিত একটি সালিসি ধারা ধারণকারী একটি চুক্তি জন্য যথেষ্ট চুক্তির একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম থেকে অন্তর্ভুক্ত। আদালত নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিভাগ স্বীকৃত যা দলগুলি সালিসি ধারা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে:

৪।১২০০৬] ই ডাবলু এইছ সি ২৫৩০ (কম)

৫ [২০১০] ই ডাবলু এইছ সি ২৯ (কম)

"(১) ক এবং খ একটি চুক্তি করে যাতে তারা মানসম্মত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলি একটি প্রস্তাব পত্র বা আদেশের পিছনে নির্ধারিত এক পক্ষের মানসম্মত শর্তাবলী হতে পারে, বা অন্য কোনও নথিতে থাকতে পারে যার উল্লেখ করা হয়েছে; বা এমন কোনও সংস্থার নিয়মে মূর্ত শর্তাবলী যার মধ্যে ক বা খ বা উভয়ই সদস্য; বা তারা কোনও নির্দিষ্ট বাণিজ্য বা শিল্পে মানসম্মত শর্তাবলী হতে পারে।

(২) ক এবং বি অন্য চুক্তি বা চুক্তিতে ক এবং বি-এর মধ্যে পূর্বে সম্মত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে একটি চুক্তি করে যার জন্য তারা উভয় পক্ষ ছিল (৩) ক এবং বি এ (বা বি) এবং সি-এর মধ্যে সম্মত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে একটি চুক্তি করে।

(৩) সাধারণ উদাহরণ হল 'ক' পক্ষভুক্ত একটি সনদের শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিল অফ লেডিং;.. অন্তর্নিহিত বীমার শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্বীমা চুক্তি; বীমার প্রাথমিক স্তরের শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে অতিরিক্ত বীমা চুক্তি; এবং একটি প্রধান চুক্তি বা উপ-উপ-চুক্তির শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে একটি নির্মাণ বা প্রকৌশল উপ-চুক্তি যা একটি উপ-চুক্তির শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে।

(৪) 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে সম্মত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে একটি চুক্তি করে। পণ্যসম্ভার, পুনর্বীমা এবং বীমা চুক্তি এবং বিল্ডিং চুক্তির বিলগুলি এই বিভাগে আসতে পারে। 'হাবাস (সুপ্রা)-এ' একক চুক্তি মামলা 'এবং' দুই-চুক্তি মামলা '-এর মধ্যে একটি পার্থক্য করা হয়েছিল।

একটি 'একক চুক্তি মামলা' হল এমন একটি মামলা যেখানে সালিশ ধারাটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে যার পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে একটি সাধারণ রেফারেন্স থাকে। অন্যদিকে, যেখানে পূর্ববর্তী চুক্তি/অন্য কোনও চুক্তিতে সালিশ ধারা ১ অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে এটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি রেফারেন্স তৈরি করা হয়, এটি একটি 'দুই-চুক্তির মামলা'। আদালত বলেছিল যে একক চুক্তির মামলায় সাধারণ রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্তি বৈধ। তবে, একটি 'দুই-চুক্তির ক্ষেত্রে', যেখানে একটি পৃথক চুক্তিতে সালিশ ধারার রেফারেন্স করা হয়, রেফারেন্সটি অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে

সালিশ ধারার জন্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে। হাবাস (উপরে)-এর রায়টি সম্প্রতি কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশন দ্বারা সিইএ ২০১১ আইএনসি.বনাম. আইসিটি লিমিটেড '-এ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪.৭. রাসেল সালিশের উপর তার মন্তব্যে 'একক এবং দুটি চুক্তি মামলার উপর মন্তব্য করেছেন, এবং স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম শর্তাবলীর রেফারেন্স, ১ নিম্নলিখিত উত্তরণে, যা শিক্ষামূলকঃ

"স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম শর্তাবলী, একক এবং দুটি চুক্তি মামলার উল্লেখ। যদি নথিটি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয় তবে শর্তাবলীর একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম সেট হলে আদালতগুলি মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি যে অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শব্দগুলি যথেষ্ট হবে। এর কারণ হল পক্ষগুলি সেই স্ট্যান্ডার্ড শর্তাবলীর সাথে আরও পরিচিত হবে বলে আশা করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে-সালিশ ধারা। সি ট্রেড মেরিটাইম কর্পোরেশন বনাম হেলেনিক মিউচুয়াল ওয়ার রিস্ক অ্যাসোসিয়েশন (বারমুডা) লিমিটেড, (" অ্যাথেনা "টিএম) নং।

২ আদালত "দুটি চুক্তির মামলা" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে সালিসি ধারাটি একটি গৌণ নথিতে রয়েছে যা একটি চুক্তি যা কমপক্ষে একটি পক্ষ প্রশ্নযুক্ত চুক্তির পক্ষগুলির থেকে আলাদা, এবং "একক চুক্তি মামলা" যেখানে সালিসি ধারাটি অন্য নথিতে পাওয়া যায়। ফেডারেল বাল্ক ক্যারিজ ইনক বনাম সি ইটোহ এবংকোং লিমিটেড ("ফেডারেল বাল্কার")-এ বিংহাম এলজে-এর উক্তিটির উপর নির্ভর করে, জে ল্যাংলি বলেছিলেন যেঃ

"নীতিগতভাবে, ইংরেজি আইন সাধারণ শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে মানক পদগুলির অন্তর্ভুক্তি গ্রহণ করে এবং আমি যোগ করব, বিশেষত যখন পদগুলি সহজেই উপলব্ধ হয় এবং প্রশ্নটি একটি সুপরিচিত বাজারে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের মধ্যে লেনদেনের প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়। নীতিটি, যেমন উক্তিটি স্পষ্ট করে দেয়, একটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য করে না যা একটি সালিশ ধারা এবং যা অন্যান্য সমস্যাগুলিকে সম্বোধন করে। এর বিপরীতে, এবং এটি অন্যান্য পক্ষের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে, চার্টার পার্টি/বিল অফ লেডিং মামলায় একটি "কঠোর নিয়ম" প্রয়োগ করা হয়। কারণটি দেওয়া হয়েছে যে অন্য পক্ষ

এর প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী সম্পর্কে কোনও জ্ঞান বা প্রস্তুত উপায় থাকতে পারে না। উপরন্তু, কর্তৃপক্ষ যেমন ব্যাখ্যা করে, একটি সালিশ ধারার শর্তাবলীর সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে যদি সেগুলি কোনও ভিন্ন চুক্তিতে পক্ষগুলির কাছে প্রয়োগ করতে হয়।

আদালত তাই স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম শর্তাবলী এবং একটি ভিন্ন চুক্তির শর্তাবলীর রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্তির মধ্যে পার্থক্যকে আরও জোরদার করে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে একটি একক চুক্তির ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শব্দগুলি যথেষ্ট, যেখানে তার প্রকৃতির দ্বারা দুটি চুক্তির ক্ষেত্রে অন্য চুক্তির নির্দিষ্ট রেফারেন্সের প্রয়োজন হতে পারে, যদি না দ্বিতীয় নথিটি সালিশ চুক্তি সম্বলিত স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে বলা হয়। সেই ক্ষেত্রে, সম্ভবত সালিশ ধারার নির্দিষ্ট রেফারেন্সের প্রয়োজন হবে না। নীচে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, এই পদ্ধতিটি পরবর্তী ক্ষেত্রে সমর্থন করা হয়েছে, যদিও একটি সামান্য ভিন্ন কিন্তু "বস্তুগত" পার্থক্য আঁকা-একটি পৃথক চুক্তির শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে-মান বা অন্যথায়-একই পক্ষের মধ্যে তৈরি করা হয় যা "একক চুক্তি" মামলা হিসাবে বিবেচিত হয়, এমনকি যেখানে বাস্তবে একাধিক চুক্তি রয়েছে; এবং যেখানে অন্তর্ভুক্ত করার শর্তাবলী এক বা একাধিক ভিন্ন পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা "দুটি চুক্তি" মামলা হিসাবে বিবেচিত হয়। একক চুক্তির মামলাগুলির সম্প্রসারণ। সম্প্রতি, আদালতগুলি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য "একক চুক্তি" নীতিটি প্রসারিত করেছে বলে মনে হয়, যেখানে অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শব্দগুলি যথেষ্ট হবে, অন্যান্য ধরনের চুক্তিতে যেখানে একই যুক্তি প্রযোজ্য বলে বলা যেতে পারে। সুতরাং, যদি নথিটি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয় তবে এটি একই পক্ষের মধ্যে একটি "একক চুক্তি" মামলা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শব্দগুলি যথেষ্ট হবে, যদিও অন্য চুক্তিটি মানক শর্তে নয় এবং সম্পূর্ণ পৃথক চুক্তি গঠন করে।

এই পদ্ধতির জন্য যুক্তি হল যে দলগুলি ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে বলা শর্তাবলীতে চুক্তি করেছে এবং তাই একটি আদর্শ শব্দ অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করা পক্ষের তুলনায় নির্ভরশীল শব্দটির সাথে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি

অন্যভাবে, যদি অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শব্দগুলি পরেরটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে সেগুলি প্রথমটির জন্য আরও বেশি হওয়া উচিত। আদালতগুলিও "একক চুক্তি" মামলা হিসাবে গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়- এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে উল্লিখিত চুক্তিটি মূল চুক্তির একটি পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যে হয়, যেখানে পুরো পি হিসাবে চুক্তিগুলি একক বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছিল।

৪.৮। যদিও ১৯৪০ সালের আইনে রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্তির মতবাদের উপর ভিত্তি করে সালিসি চুক্তির কোনও নির্দিষ্ট বিধান ছিল না, এই আদালত এটিকে ভারতীয় আইনে প্রযোজ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে পূর্ববর্তী চুক্তি 'পি'-এর সালিসি ধারাটি পরবর্তী চুক্তিতে রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে এটি যে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার শর্তাবলীর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৪.৯। ১৯৯৬ সালের আইনে, অ্যাক্টের ৭ (৫) ধারার অধীনে মূর্তিটিতেই রেফারেন্সের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির মতবাদ প্রদান করা হয়েছে।

এম. আর. ইঞ্জিনিয়ার্স এবংকন্ট্রাক্টরস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সোম দত্ত বিল্ডার্স লিমিটেডের মামলায় এই আদালত বলেছিল যে, যদিও পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তিতে সালিশের কোনও বিধান নেই, তবে একটি স্বাধীন নথিতে থাকা সালিশের ধারাটি রেফারেন্সের মাধ্যমে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যদি রেফারেন্সটি সালিশের ধারাকে চুক্তির ৭-এর অংশ করে তোলে। আদালত নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে অন্তর্ভুক্তির মতবাদটি ব্যাখ্যা করেছে-

"২৪। ধারা ৭ (৫)-এর সুযোগ এবং অভিপ্রায় এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

(i) অন্য নথিতে একটি সালিশ ধারা, রেফারেন্স দ্বারা একটি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা হয়ঃ

(১) চুক্তিতে সালিশ ধারা সম্বলিত নথির একটি স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত, (২) অন্য নথির উল্লেখটি স্পষ্টভাবে চুক্তিতে সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত করার অভিপ্রায় নির্দেশ করবে, ৮ (১৯৮৭) ১ এস. সি. সি. ৬১৫: এ. আই. আর. ১৯৮৭ এস. সি. ৬৪৩:৮৪ (২০০০) ডি. এল. টি. ৪৯৪.৯ (২০০৯) ৭ এস. সি. সি. ৬৯৬:২০০৯ (৩) আরব এল. আর. ১ (এস. সি.): ২০০৯ (৯) স্কেল ২৯৮।

(৩) সালিশ ধারাটি উপযুক্ত হওয়া উচিত, অর্থাৎ টি চুক্তির অধীনে বিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম এবং চুক্তির কোনও মেয়াদের পরিপন্থী হওয়া উচিত নয়।

(ii) পক্ষগুলি যখন অন্য চুক্তির একটি সাধারণ রেফারেন্স দিয়ে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে, তখন এই ধরনের সাধারণ রেফারেন্সের ফলে উল্লিখিত নথি থেকে সালিশ ধারাটি পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রভাব পড়বে না। অন্য চুক্তি থেকে সালিশ ধারাটি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (যেখানে এই ধরনের রেফারেন্স করা হয়), শুধুমাত্র সালিশ ধারার একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্সের মাধ্যমে।

(হাই)

(iii)যেখানে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তিতে বলা হয়েছে যে সেই চুক্তির বাস্তবায়ন বা সম্পাদন অন্য কোনও চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হবে (যার মধ্যে কার্যকারিতা সম্পর্কিত শর্তাবলী এবং সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে), তবে কেবল কার্যকরকরণ/সম্পাদনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত চুক্তির শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে, এবং উল্লিখিত চুক্তিতে সালিশ চুক্তির নয়, যদি না সালিশ ধারার বিশেষ উল্লেখ থাকে।

(iv) যেখানে চুক্তিটি প্রদান করে যে একটি স্বাধীন বাণিজ্য বা পেশাদার প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলীর মানক রূপ (উদাহরণস্বরূপ একটি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন বা আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশনের স্ট্যান্ডার্ড শর্তাবলী) তাদের আবদ্ধ করবে বা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমন স্ট্যান্ডার্ড শর্তাবলী এবং এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড শর্তাবলীতে সালিশের জন্য যে কোনও বিধান সহ শর্তাবলী এবং

শর্তাবলী, রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হবে। কখনও কখনও চুক্তিটি এও বলতে পারে যে এফ পক্ষগুলি সেই শর্তাবলীর সাথে পরিচিত বা পক্ষগুলি উক্ত শর্তাবলী পড়ে এবং বুঝতে পেরেছে।

(v) যেখানে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে বলা হয়েছে যে চুক্তির পক্ষগুলির মধ্যে একটির চুক্তির শর্তাবলী তাদের চুক্তির একটি অংশ গঠন করবে (উদাহরণস্বরূপ সরকারের চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী যেখানে সরকার সালিশ ধারার সমতুল্য বা চুক্তির এই জাতীয় সাধারণ শর্তগুলির অংশ উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪.১০। আইনোক্স উইন্ড লিমিটেড বনাম থার্মোকেবলস লিমিটেডের মামলায় এই আদালত হাবাস (উপরে) দ্বারা নির্ধারিত 'একক চুক্তি মামলা' এবং 'দুই চুক্তি মামলা' নীতি গ্রহণ করে বলেছিল যে সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি সম্মতিসূচক মানক ফর্মের একটি সাধারণ রেফারেন্স যথেষ্ট। অন্য কথায়, একটি পক্ষের একটি মানক ফর্ম চুক্তির সাধারণ রেফারেন্স সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে। এই ক্ষেত্রে, আদালত এই মতবাদের প্রয়োগকে প্রসারিত করে বলে যে এমনকি বাণিজ্য সমিতি এবং পেশাদার সংস্থাগুলির পাশাপাশি একটি পক্ষের মানক ফর্ম চুক্তির একটি সাধারণ রেফারেন্সও সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

৫. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বিতর্কিত আদেশে বিদ্বান একক বিচারক ভুলভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন যে উত্তরদাতা নং ২-কয়লা সংস্থা এবং আপিলকারী দ্বারা প্রবেশ করা পৃথক বিক্রয় আদেশে একটি সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। স্বতন্ত্র বিক্রয় আদেশগুলি ২০০৭ সালের প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে। বিক্রয় আদেশগুলিতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে তারা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড বা ভারত কোকিং কোল লিমিটেড দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ, প্রাসঙ্গিক আইন ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হবে। ফলস্বরূপ, ২০০৭ সালের পরিকল্পনার সালিশ ধারা (অর্থাৎ ধারা ১১.১২) এর অধীনে জারি করা বিক্রয় আদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিক্রয় আদেশের ৭ নং ধারাটি "একক চুক্তি মামলার" অধীনে পড়ে যেখানে সালিশ ধারাটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নথিতে রয়েছে অর্থাৎ ২০০৭ স্কিম, যার প্রতি উত্তরদাতা নং ২-কয়লা সংস্থা দ্বারা জারি করা পৃথক বিক্রয় আদেশে একটি রেফারেন্স রয়েছে। ২০০৭ সালের পরিকল্পনায়

৫.১.সালিশ ধারা স্পষ্টভাবে বলেছে যেঃ

"এই প্রকল্প থেকে বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও আকারে উদ্ভূত সমস্ত বিরোধ সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়াভাবে সালিশের মাধ্যমে মোকাবিলা করা হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

রাসেল সালিশের উপর তার মন্তব্যে এই শব্দগুলিকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেনঃ

"সম্পর্কিত" বা "একটি চুক্তি" সম্পর্কিত "বিরোধ"। এই শব্দগুলি, যা প্রায়শই সম্মুখীন হয় এবং একই অর্থ দেওয়া হয়,

এক সময় একটি সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন একটি বিস্তৃত অর্থ থাকা হিসাবে ভাল/প্রতিষ্ঠিত তারা হতে পারে (জোর দেওয়া হয়েছে) রেনুসাগর পাওয়ার কোং লিমিটেড বনাম জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি-। এবং এ. এন. আর.-এ, ',' এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে 'থেকে উদ্ভূত', বা 'সম্পর্কিত', বা 'সম্পর্কিত', বা 'সম্পর্কিত', এই ধরনের অভিব্যক্তিগুলি বিস্তৃত প্রশস্ততা এবং বিষয়বস্তুর।

ডয়প্যাক সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে-"সম্পর্কিত", "সম্পর্কিত" এবং "থেকে উদ্ভূত"-এর মতো অভিব্যক্তিগুলি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সেই অনুযায়ী অবশ্যই ব্যাখ্যা করা উচিত।

২০০৭ সালের প্রকল্পের ১১.১২ ধারায় ব্যবহৃত "এর সাথে সম্পর্কিত" শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে এই ধারাটি ২০০৭ সালের প্রকল্পের অধীনে সংঘটিত সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে বর্তমান ক্ষেত্রে ১ নং বিক্রয় লেনদেন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫.২. উপরের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষিত একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ভুল, এবং এতদ্বারা সেট-সাইড। আপিল অনুমোদিত।

৬। শুনানির শেষে, পক্ষগুলি একমত হয়ে বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়কে (কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি; ঠিকানাঃ পি-২৯/৩, জ্যোতিশ রায় রোড, _ কলকাতা-৭০০০৫৩) ২০০৭ সালের প্রকল্পের অধীনে আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-এর মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার বিচারের জন্য একমাত্র সালিসকারী হিসাবে নিয়োগ করতে সম্মত হয়।

বিচারপতি চট্টোপাধ্যায়ের নিয়োগ আর্বিট্রেশন এবংকনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ (২০১৫ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সংশোধিত)-এর ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী প্রকাশ ও ঘোষণার সাপেক্ষে হবে।

কার্যধারা কলকাতায় পরিচালিত হবে। সেই অনুযায়ী আদেশ দেওয়া হয়েছে।

নিধি জৈন

আপিল অনুমোদিত।

১২।৭১৯৮৫] ১ এস সি আর ৪৩২

১৩। ১৯৮৮ (৩৬) ই এল টি ২০১ (এস সি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta